অর্থই বুঝিতে হইবে। এই নারায়ণে প্রেম থাকাই পরমা শান্তি। কার্য্যদ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ ১১।৫।৩৬ শ্লোকে যে "পরমাং শান্তিং"—এই পরমাশান্তির কথা উক্ত হইয়াছে, সেটি নারায়ণনিষ্ঠতারই পরিচায়ক। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৪।৪ শ্লোকে নারায়ণপরায়ণ জনকেই পরম শান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে॥

কোটী কোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন মুক্তিতে সিদ্ধিলাভ করে। কোটী কোটী সিদ্ধমহাপুরুষগণের মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ। অতএব নারায়ণপরায়ণ জন যে প্রশান্তচিত্ত, তাহা এই প্রমাণে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই নামকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কলিযুগের সঙ্গেই কীর্ত্তনের গুণের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়—এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। যেহেতু ভক্তিমাত্রেই কাল ও দেশের নিয়ম নাই। বিশেষতঃ শ্রীনামকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে ইহাই নির্দ্দেশ আছে—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥

"হে লুব্ধক! (ব্যাধ) শ্রীহরিনামে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, এমন কি উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।" এই প্রমাণে শ্রীহরিনামে যে কোন দেশকালগত নিয়ম নাই, তাহা স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও উল্লেখ আছে—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।

চক্রায়ুধ শ্রীহরির নাম সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। স্কন্দপুরাণেও আছে—দেশকাল অথবা অবস্থা কিম্বা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। শ্রীহরিনাম কিন্তু পরম স্বতন্ত্র এবং কামিত বিষয়ের অভীষ্ট প্রদানকারী। বিষ্ণুধর্ম্মেও দেখা যায়—যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ আছেন, তাহার কলিযুগেই সত্যযুগ। আর যাহার হৃদয়ে অচ্যুতাখ্য শ্রীহরি নাই, তাহার সত্যযুগেও কলিযুগ। এরূপ বুঝা সঙ্গত নয় যে—কলিযুগে জীবের অন্য সাধনের সামর্থ্য নাই বলিয়াই সেই অল্প সাধনে মহান ফল হইয়া থাকে; কিন্তু নামসাধনের কোন গুরুত্ব নাই। যেহেতু বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—